দৈনিক ভোরের কাগজ - ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৪ - থেকেঃ-

জিজ্ঞাসাবাদে শিবির ক্যাডার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে

রাজশাহী প্রতিনিধি ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস হত্যা মামলায় আটককৃত শিবির ক্যাডার সালেকিন-সহ অন্যদের রিমান্ডে নিয়ে পুলি-শের জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রয়েছে। পুলিশি সূত্রগুলো বলছে, আটককৃত শিবির ক্যাডার জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিয়েছে। এসব তথ্য খতিয়ে দেখে পুলিশ অগ্রসর হচ্ছে। .. .. সূত্র মতে, আটককৃত শিবির ক্যাডার সালেকিন রিমান্ডে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। স্থানীয় বেশ কিছু যুবকের নাম সে বলেছে, যারা এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। ওই সূত্র আরও জানিয়েছে, রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে ও নিহত অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠজনদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এমন কিছু তথ্য পেয়েছে যার মাধ্যমে খুব শিগগির এ মামলার 'গুরুত্বপূর্ণ' একটি দিক সামনে আসতে পারে।

সর্বত্র জামাতের কালো থাবা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সশস্ত্র মৌলবাদী সংগঠনগুলোর সঙ্গে ক্ষমতাসীন ৪ দলীয় জোটের অন্যতম শরিক জামাতে ইসলামী ও এর অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের নানা ধরনের সম্পর্ক ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর বিএনপি বেশ বেকায়দায় পড়েছে। দেশ ও বিদেশের গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রচার মাধ্যম এ তথ্য দেওয়ার পর বিএনপি আন্তর্জাতিকভাবে ভাবমূর্তির সংকটে ভুগছে। বিএনপির ভেতরে থেকেই জামাত গত সোয়া ৩ বছর নিজেদের সংগঠিত করেছে। অপরদিকে ক্ষমতা ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে বিএনপি ক্রমেই জামাতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আবার ৪ দলীয় জোটকে টিকিয়ে রাখতে জামাতকে উপেক্ষা করা কোনোভাবেই বিএনপির পক্ষে এখন সম্ভব হচ্ছে না। এ অঙ্কের হিসাব বুঝেই জামাত বিএনপি ও সরকারের কাছ থেকে সর্বাধিক সুযোগ নিতে মরিয়া। জামাতের একটি সূত্র জানিয়েছে, তারা আগামী সংসদ নির্বাচনে বিএনপির কাছ থেকে ৬০টি সিট দাবি করবে। এছাড়া তারা প্রায় ১০০টি সংসদীয় আসনে সংগঠনকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। যাতে জোট ভেঙে গেলেও তারা নির্বাচনে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। তবে তাদের মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করা।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশের প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যাংকিং, বীমা, এনজিও সর্বত্র পড়েছে জামাতের থাবা। সূত্র জানায়, সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা জামাত ও শিবিরের কার্যক্রমের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এ রিপোর্টে জামাতের ছাত্র সংগঠন শিবিরের আন্তর্জাতিক মৌলবাদী গোষ্ঠীর সশস্ত্র গ্রুপের সঙ্গে জড়িত থাকার চাঞ্চল্যকর তথ্য রয়েছে। রয়েছে প্রশাসনে জামাতের ক্যাডার নিয়োগের তথ্য।
কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশের সব মুসলিম জঙ্গি গ্রুপ আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। যেকোনো সময় এ জঙ্গিরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে বড়ো ধরনের রক্তক্ষয়ী গেরিলা তৎপরতা শুরু করতে পারে। সরকার এদের প্রতিরোধে আন্তরিক নয়। বরং সরকারের ভেতর থেকে একটি মহল এদের শক্তি জোগাচ্ছে। কার্যত জামাত অনুকূল পরিবেশ পেয়ে গণতন্ত্রের লেবাসে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।

জামাত ঃ সরকারের ভেতর সরকার
জামাত আসলে ৪ দলীয় জোটের 'দ্বিদলীয় জোট সরকারের' ভেতর আরো একটি সরকার কায়েম করেছে। তাদের রয়েছে দুই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। তারা নীরবে এ দুই মন্ত্রণালয় নিয়ে কাজ করে চলেছে। কৃষিমন্ত্রী থাকাকালীন মন্ত্রণালয়ের তৃণমূল পর্যন্ত কাঠামোকে জামাতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করতে ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সার, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে জামাতের কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। জানা যায়, দলীয়করণের অভিযোগ ওঠার কারণে নিজামীকে শেষমেশ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে দেওয়া হয়। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ব্লক সুপারভাইজার নিয়োগে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিতে এ অনিয়ম নিয়ে আলোচনা হয়। তদন্ত কমিটি এখনো তার রিপোর্ট পেশ করেনি। তবে মতিউর রহমান নিজামী বলছেন তার সময় কোনো ব্লক সুপারভাইজার নিয়োগ হয়নি। সমাজকল্যাণমন্ত্রী ও জামাতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ মন্ত্রণালয় পরিচালনায় দ্বৈত নীতি নিয়েছেন। একদিকে তিনি জামাতপন্থী এনজিওদের অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, অপরদিকে প্রগতিশীল

সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নানা ধরনের জটিলতায় ফেলে বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম করছেন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তার মন্ত্রণালয় থেকে পরিচালিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা ও শিশু কল্যাণ কার্যক্রমে দলীয় আদর্শই প্রাধান্য পাচ্ছে। জামাত সমর্থক মাদ্রাসা ও এতিমখানাগুলো অধিক অনুদান পাচ্ছে।
জামাত ক্ষমতার অংশীদার হয়ে প্রথমেই প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। সূত্র জানায়, দুজন সচিবকে তারা সংগঠনের নেটওয়ার্ক বিস্তারের দায়িত্ব দেয়। আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত একজন সচিবের মাধ্যমে জামাত নিজের সমর্থকদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ে আসতে থাকে। জামাত বেশি গুরুত্ব দেয় তৃণমূল প্রশাসনের দিকে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব নূরুল ইসলাম গত এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আসা হাওয়া ভবনের দুর্নীতি নিয়ে উড়ো চিঠির ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দেন। নূরুল ইসলাম বেকাদায় পড়লে জামাতপন্থী প্রশাসনের কর্মকর্তারা এগিয়ে আসেন। বিএনপির হাইকমান্ড এ তদন্তের নির্দেশকে আওয়ামী লীগের সরকার পতনের ডেড লাইনের পূর্বে স্যাবোটাজ বলে ধারণা করেন। ফলে বেকাদায় পড়ে জামাতপন্থী প্রশাসন। তবে এখন তারা আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কার্যত জামাত দুটি মন্ত্রণালয় নিয়েই সচিবালয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর।

ব্যাংক-বীমা দখল প্রক্রিয়ায় জামাত

দেশে এখন চারটি ব্যাংক শরিয়া অনুসারে চলে। ইসলামী ব্যাংক, আল-বারাকা ব্যাংক, আল-আরাফাহ ব্যাংক, সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এখন শরিয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিচালিত হয়। শরিয়া বোর্ড জামাতের নেতা ও সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত। ইসলামী ব্যাংক ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। জানা গেছে, এ ব্যাংকের ৫৯ ভাগ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, কয়েকটি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগকৃত। সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতারের কেন্দ্রীয় বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান। তাদের সঙ্গে রয়েছে নানা ধরনের চুক্তি। বাকি ৪১ শতাংশ বাংলাদেশের উদ্যোক্তা ও শেয়ারহোল্ডাররা বিনিয়োগ করেছেন। বর্তমানে এ ব্যাংকের মোট আমানত ৬ হাজার ৬২৫ কোটি টাকা। ব্যাংকের সারা দেশে ১৩১টি শাখা রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে ইসলমি ব্যাংক সবচেয়ে মুনাফাধারী। ইসলামী ব্যাংক পরিচালনার জন্য একটি শরিয়া বোর্ড রয়েছে। বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মওলানা উবায়দুল হকসহ কয়েকজন জামাত নেতা শরিয়া বোর্ডে রয়েছেন। ইসলামী ব্যাংক ১৯৮৩ সালের ৪ জুলাই ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের সিদ্ধান্তক্রমে ব্যাংকের লভ্যাংশের একটি অংশ দিয়ে 'সাদকা তহবিল' নামে দাতব্য তহবিল গঠন করে। বর্তমানে এ তহবিলের নাম ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন করা হয়েছে। এই ফাউন্ডেশনের অর্থ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানে জামাত কর্মী-সমর্থকদের অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে জামাত সারা দেশে তৃণমূলে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গড়ে তুলেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা সংগঠনকে দৃঢ় করছে। আল-বারাকা ব্যাংক ১৯৮৭ সালের ২০ মে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকটি শরিয়া বিধান অনুসারে পরিচালিত। এ ব্যাংকের বর্তমান আমানত ১ হাজার ৭৫৪ কোটি টাকা। ব্যাংকের রয়েছে ৩৪টি শাখা। ৬৫৪ জন কর্মী ব্যাংকে চাকরি করছেন। আল-আরাফাহ ব্যাংক ১৯৯৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ১০০ কোটি টাকা মূলধন রয়েছে। ব্যাংকের মোট আমানত ৭৭১ কোটি টাকা। দেশে ৪২টি শাখা রয়েছে, ৭০৬ জন কর্মী কাজ করছে। এছাড়া সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড এগ্রিকালচার ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, ইসলামী ফাইন্যান্স ও ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডসহ কিছু ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জামাতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গেছে। জামাত এখন ইসলামী বীমার নামে বীমা ব্যবসাও দখলে নেমেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সেন্ট্রাল শরিয়া কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কামালউদ্দীন জাফরি শরিয়া বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ইসলামী বীমা পরিচালনার প্রস্তাব দিয়েছেন। জানা গেছে, এই শরিয়া বোর্ডে অধ্যক্ষ কামালউদ্দীন, জাফরি, বায়তুল মোকাররমের খতিব উবায়দুল হক, জামাতের সাংসদ দেলোয়ার হোসেন সাঈদী আসতে চান। তবে অনুমোদন না থাকলেও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী বীমা ব্যবসায় নেমে পড়েছে। ইসলামী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে রয়েছে জামাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

স্বাস্থ্যসেবা জামাতিকরণ

দেশের স্বাস্থ্য খাতে জামাত তার অবস্থান ক্রমেই দৃঢ় করছে। আশির দশকে ইবনে সিনা ট্রাস্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই ট্রাস্ট স্বাস্থ্য খাতে ক্রমেই তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তার করতে থাকে। বর্তমান ট্রাস্টের অধীনে রয়েছে ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড, ইবনে সিনা হাসপাতাল, ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক ল্যাব, ইবনে সিনা কনসালট্যান্ট সেন্টার। ইবনে সিনা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা মীর কাসেম আলী। তিনি ছিলেন ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। জামাতের সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক। ইবনে সিনা ট্রাস্টি বোর্ডের প্রায় সদস্যই জামাত ঘরানার। তারা কেন্দ্রীয় নেতার পর্যায়ে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ ট্রাস্টের অর্থ জোগাড় করা হয়েছিল জামাতের মাঠ পর্যায়ের নেতাদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে।

এছাড়া প্রায় জেলাতেই রয়েছে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল। জামাত নিয়ন্ত্রিত ইসলামী ব্যাংকের লভ্যাংশের একটি অংশ দিয়ে এই হাসপাতাল পরিচালনা করা হয়। জামাত নিয়ন্ত্রিত এনজিও রাবেতার কক্সবাজার এলাকায় ২টি হাসপাতাল রয়েছে। রাবেতা কক্সবাজারে একটি মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার কাজ করছে বলে জানা যায়। ইবনে সিনা ট্রাস্টও একটি মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার কাজ করছে। তারা মেডিকেল কলেজের জন্য জমিও কিনেছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে নানা ইসলামী নামে ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার গড়ে উঠেছে। ধানমন্ডিতে ইকরা, বাংলামোটরে দি বারাকা হাসপাতাল রয়েছে। জানা গেছে, এসব হাসপাতালের সঙ্গে জামাতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ফিজিওথেরাপি এন্ড ডিসঅ্যাবেল্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। জামাত নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য খাতে মূলত তাদের সমর্থকরাই চাকরি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতকে জামাত তাদের কর্মী পুনর্বাসনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

এনজিওর মাধ্যমেও জামাত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে

অমুসলিমদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ও দেশের মুসলমানদের কট্টর ইসলামী চেতনায় বিশ্বাসী করে তুলতে পাকিস্তান আমলে ইসলামী এনজিও গড়ে উঠতে থাকে। দেশে এখন প্রায় চার শতাধিক ইসলামী এনজিও রয়েছে বলে এনজিও ব্যুরো সূত্র জানিয়েছে। ১৯৬৮ সালে প্রথম ইসলাম প্রচার সমিতি নামে একটি এনজিও কাজ শুরু করে। কট্টরপন্থী এ প্রতিষ্ঠানটির কাজ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বন্ধ রাখা হয়। '৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর আবারো এনজিওটি কাজ শুরু করে। কাটাবনে এই এনজিওর প্রধান অফিস। এই এনজিওটি মূলত জামাতনির্ভর। বর্তমানে সারা দেশে ইসলামী প্রচার সমিতির শক্ত নেটওয়ার্ক রয়েছে। অনুকূল পরিবেশ পেয়ে তারা নানা ধরনের কার্যক্রম নিয়েছে। আরাকান থেকে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ১৯৭৮ সালে কক্সবাজার এলাকায় রাবেতা কাজ শুরু করে। রাবেতার একটি হেড অফিস ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সৌদি আরবের মক্কা থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। ইসলামিক এইড সমিতি, এসোসিয়েট মুসলিম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, দাওয়াতুল ইসলামী নামে জামাতনির্ভর বিভিন্ন এনজিও গড়ে উঠেছে। জানা গেছে, আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীদের অর্থায়নে দেশে এখন এসব ইসলামী এনজিও কাজ করছে। এনজিওগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদে জামাতের নেতা ও কর্মীরা রয়েছেন বলে জানা গেছে।

শিক্ষাঙ্গনেও চলছে জামাতিকরণ

জামাতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে জামাতের আদর্শ বাস্তবায়নে কাজ করে চলছে। ছাত্র শিবিরের উদ্যোগে প্রাথমিক স্কুলে তারা ফুলকুঁড়ির আসর নামক শিশু-কিশোর সংগঠন গড়ে তোলে। শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করতে তারা স্কুল পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। হাইস্কুল পর্যায়ে তারা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের আদর্শে বিশ্বাসী হতে লিফলেট ও দাওয়াতপত্র বিলি করে। কলেজ পর্যায় তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল শিক্ষার্থীদের ছাত্র শিবিরের কর্মীতে রূপান্তরিত করে। ছাত্রশিবির ভালো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোচিং সেন্টার গড় তুলেছে। ফোকাস ছাত্র শিবিরের নিয়ন্ত্রণাধীন সবচেয়ে বড়ো কোচিং সেন্টার। ছাত্রশিবির শিক্ষাঙ্গন দখলে তৎপর। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর তারা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। গত ৩ বছর এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের দুই-তৃতীয়াংশ জামাত সমর্থক বলে জানা যায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। জানা গেছে, জোটভুক্ত দুই ছাত্র সংগঠনের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে জামাত নেতারা তৎপর হন। জামাতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ মগবাজার অফিসে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকও করেছেন।

জানা গেছে, দেশের প্রায় অধিকাংশ আলিয়া মাদ্রাসাগুলো জামাতের নিয়ন্ত্রণে। জামাত আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে তাদের আদর্শের বই পড়াচ্ছে। মাদ্রাসাগুলোর লাইব্রেরি প্রকল্পে মওদুদি, জামাত নেতাদের বই ক্রয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, সীমান্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠা মাদ্রাসাগুলো জামাতের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে। এ মাদ্রাসাগুলোর লাইব্রেরি প্রকল্পে মওদুদি, জামাত নেতাদের বই ক্রয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এ মাদ্রাসাগুলো নানাভাবে সশস্ত্র জঙ্গি প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশের মাদ্রাসাগুলোই জামাতের এখন ক্ষমতার উৎস। জানা গেছে, শিবির মাদ্রাসায় ইসলামী ছাত্রসেনা, আল হাফিজ যুবসংঘ, ইসলামী ছাত্রী সংস্থা গড়ে তুলছে। মাদ্রাসায় ছাত্রশিবিরের কর্মীরা এসব সংগঠনের মাধ্যমে পাঠচক্রের আয়োজন করছে।

জামাত বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেও তৎপর। তারা আদর্শ স্কুলের নামে প্রতি জেলায় প্রাথমিক স্কুল গড়ে তুলছে। ঢাকা শহরে এ ধরনের ৬টি স্কুল রয়েছে। মিরপুর, খিলগাঁও, মগবাজারে আদর্শ স্কুল গড়ে তুলছে। জামাত সমর্থনে গড়ে উঠছে ক্যাডেট মাদ্রাসা। ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানদের আকৃষ্ট করতে তারা ক্যাডেট মাদ্রাসা গড়ে তুলছে। আল হেলাল ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্রাসা, ঢাকা ক্যাডেট মাদ্রাসা, আত তাহযীব ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা

জামাতিদেরই। বলা হচ্ছে, ক্যাডেট মাদ্রাসায় পড়লে বাংলা, ইংরেজি, আরবি লিখে আদর্শ মানুষ হয়ে উঠবে। তাছাড়া তারা মেয়েদের জন্য আধুনিক ধাঁচে কলেজ গড়ে তুলছে। দারুল ইহসান, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও উম্মাহ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জামাতের সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

জামাত সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেও পিছিয়ে নেই। সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠী জামাত সমর্থক সংগঠন। সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা মতিউর রহমান মল্লিক একজন কট্টর জামাতি। ইসলামী গানের নামে চলছে দলীয় আদর্শ ও সশস্ত্র বিপ্লবের গান। বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও জামাতের আদর্শ প্রচার করে চলছে।

জামাতের সশস্ত্র নেটওয়ার্ক
গোয়েন্দা সংস্থার সূত্র জানিয়েছে, সারা দেশে প্রায় দেড় ডজন ইসলামী জঙ্গি সংগঠন সক্রিয়। চট্টগ্রামে জামাত-ই-ইয়াহিয়া আল তুরাত, হিজবুল তওহিদ, সিলেটে আল হারাকাত আল ইসলামী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জে আল মারকাজুল আল ইসলামী, উত্তরবঙ্গে কয়েকটি জেলায় জামা'আতুল, মুজাহিদিনি, তওহিদী জনতা, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, শাহাদত-ই-আল হিকমা, জাগ্রত ইসলামী জনতা সক্রিয়। এসব জঙ্গি সংগঠনগুলোর প্রায় ৫০ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র সদস্য রয়েছে। এদের সঙ্গে রয়েছে আন্তর্জাতিক

ইসলামী সশস্ত্র সংগঠনগুলোর যোগাযোগ।
অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এসব দলগুলো পরোক্ষভাবে জামাতে ইসলামী কাছ থেকে সহযোগিতা পায়। জামাতের ছাত্র সংগঠন শিবির এই নেটওয়ার্ক বজায় রাখে। গোয়েন্দা সংস্থা সূত্র জানিয়েছে, এদের গ্রেপ্তারের পর ছেড়ে দিতে হয়। গ্রেপ্তারে জিজ্ঞাসাবাদের পর এসব জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা জোটের বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা জানায়। জামা'আতুল মুজাহিদীন নামে সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠন উত্তরবঙ্গে বেশ সক্রিয়। গত বছর ১৫ আগস্ট এ গ্রুপটির সঙ্গে জয়পুরহাটে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় জামাত নেতা মোনতেজার রহমানের বাড়িতে গোপন বৈঠকের পর পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করে। এ বছর ১ জুন চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড ও হাটহাজারী থানার মধ্যবর্তী দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে দুই জঙ্গিসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। সূত্র জানিয়েছে, তারা পুলিশকে তাদের সঙ্গে জামাতের এক প্রভাবশালী নেতার সম্পৃক্ততার কথা জানিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলোকে ঘিরে চলছে সশস্ত্র জঙ্গি তৎপরতা। সশস্ত্র ট্রেনিং এসব মাদ্রাসাগুলোয় রয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জামাতের মজলিশে শুরার এক সদস্য বলেন, জামাতের মূল লক্ষ্য সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ। এ লক্ষ্যে জামাত কাজ করছে। জামাত একটি ইসলামী রাষ্ট্র চায়। জোট সরকারের ব্যর্থতার দায়িত্ব জামাতে নিবে না বলে এক জানান। তার দাবি জামাত তার দুটি মন্ত্রণালয় খুব ভালোভাবে চালাচ্ছে।
উল্লেখ্য, সাঈয়েদ আবুল আলা মওদুদির নেতৃত্বে ১৯৪১ সালে ২৬ আগস্ট জামাতে ইসলামী নামের রাজনৈতিক দলটির জন্ম। পাকিস্তানে তারা কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে কয়েকবার দাঙ্গা বাধায়। এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের তারা প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু জামাতসহ সকল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। '৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর জিয়ার রাজনৈতিক দলবিধি আইনের সুযোগে জামাত আবারো রাজনীতি করার সুযোগ পায়। এখন তারা জোট সরকারের অন্যতম শরিক।